দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..0 8. AUG. 199[illegible] ... ...
পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম ... 2.....

মেধাবী ছাত্ররা আর রাজনীতিতে আসছে না ॥ সুশীল সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বে শূন্যতা দেখা দিতে পারে

শামছুর রহমান

মেধাবী ছাত্ররা আর রাজনীতিতে আসছে না। ফলে ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব, বিশেষ করে একটি গণতান্ত্রিক ও সুশীল সমাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য যে ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন, তাতে সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারে। অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব; যা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনারও পরিপন্থী। ইতোমধ্যে সমাজজীবনে এর আলামতও পাওয়া যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে এসএসসি, এইচএসসিসহ সব পর্যায়ের পরীক্ষায় যারা ভাল ফল করছে তাদের অধিকাংশই বলছে— 'আমরা ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করি না।' অথচ আজকে যারা ছাত্র, তারাই ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দেবে রাজনীতিসহ সর্বস্তরে। কিন্তু রাজনীতির প্রতি যদি তারা একেবারে অনাগ্রহী হয়, তাহলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। অথচ সংসদীয় রাজনীতিতে মেধার মূল্য অপরিসীম। রাজনীতিকসহ সমাজের নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বললে তাঁরাও মেধাবীদের রাজনীতিতে না আসার আশঙ্কার উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আমাদের দেশের রাজনীতির যে ধারা বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সূত্রে পাওয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেধাবীদের একটি অংশ ব্রিটিশ ভারতের আমলা হতো। অন্য একটি অংশ আইন পেশা এবং আর একটি অংশ বেছে নিত শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে। ব্রিটিশ শাসন অবসানে আইনজীবীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং এঁদের অধিকাংশই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতেন। শিক্ষকদের একটি অংশ পালন করতেন পরিপূরক ভূমিকা। ভারত ভাগের পরও এই প্রবণতার ধারাবাহিকতায় দেখা যায় রাজনীতিতে পাকিস্তান আমলে আইনজীবীদের আধিক্য। ১৯৭১ পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণআন্দোলনের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের একটি অংশ সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হয়। এদের অধিকাংশ মেধা বিচারে ছিল অনেক এগিয়ে। যদিও মেধাবী ছাত্ররা অনেকেই দেশের স্বাধীনতার তাগিদের চেয়ে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে আমলা হতে আগ্রহী হতো। এদের একটি অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর শিক্ষক সমাজের ভূমিকা ছিল আরও নন্দিত। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর নানা কারণে ছাত্র রাজনীতি মেধামননের বৃত্ত থেকে বের হয়ে চলে আসে পেশিশক্তির হাতে। সামরিক শাসনকালে পেশিশক্তির কর্তৃত্ব ছাত্র রাজনীতিতে এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় সাধারণ ছাত্ররা, যদিও তারাই সামরিক শাসন অবসানে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচিত বিগত বিএনপি সরকার এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও ছাত্র রাজনীতি আর সুস্থধারায় ফিরে আসেনি। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যেও এর প্রতধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, ছাত্র রাজনীতি পুরোপুরি বন্ধ করে এ সমস্যার সমাধান মিলবে না। প্রতিটি পেশাতে যেমন 'প্রশিক্ষণকাল' আছে, তেমনি ছাত্র রাজনীতিও একজন ভবিষ্যত রাজনীতিকের জন্য 'প্রশিক্ষণকাল'।

আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বাম দলগুলোর অনেক নেতা 'অফ দ্য রেকর্ড' স্বীকার করেন যে, ছাত্র রাজনীতি সুস্থ ধারায় না চলায় যোগ্যতর নেতৃত্ব বের হয়ে আসছে না। পঞ্চাশ ও ষাট দশকে ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়ে যাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে এসে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন বা দিচ্ছেন, তাঁদের সংখ্যাও কমে আসছে। এখন অছাত্ররাই ছাত্র রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। এ ক্ষেত্রে মেধাবীদের ছাত্র রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট করানো কঠিন। আগে প্রতিটি দলই, বিশেষ করে বাম দলগুলো ছাত্রকর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত। আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে মার্ক্সবাদের ভবিষ্যত প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় বাম দলগুলো এখন আর নিয়ামক শক্তি নয়। অন্যান্য দলও ছাত্রদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে না। মফস্বলে এ অবস্থা আরও করুণ। অর্ধশিক্ষিতরাই রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। দেশীয় রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে তাঁদের অনেকের জ্ঞান সীমিত। আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। আইনজীবীরাও যেন রাজনীতিতে ক্রমশ অনীহা প্রকাশ করছেন।

সংসদীয় ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা অপরিহার্য। তা ছাড়া আমাদের আমলাতন্ত্রের মধ্যে সাধারণভাবে একটি ঝোঁক প্রবল, তা হলো নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবা এবং কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠা। জবাবদিহির রাজনীতি তাঁদের অনেকের অপছন্দ। কেননা সেখানে তাঁরা সাধারণভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। কিন্তু আমলারা নিজেদেরকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে ভাবতে আগ্রহী নন। এই বাস্তব প্রেক্ষাপট এবং রাজনীতিক-আমলা স্নায়ুর লড়াই আমাদের আড়াল করা কঠিন। তাই রাজনীতিতে যাতে মেধাসম্পন্নরা যুক্ত হন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়—সে জন্য এ দেশের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোর এখনই ভাবা দরকার। মেধার ঘাটতি পূরণে অন্তত দলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা প্রয়োজন।